



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 622 - 627

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

মাহিষ্য সম্প্রদায়ের উৎপত্তি : কয়েকটি সূত্র

ড. সমীর মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, নাকাশিপাড়া

Email ID : samirmandalchak@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

*Mahishya,
Kshatria,
Baishya,
community,
morganatic,
exogamy,
Kaibarta,
treatise.*

Abstract

The Mahishya community is familiar in different regions by various names. They are called as Parasar Das, Halik Das and Mahishya Das in East Bengal. They are also called as Chashi Das and Halik Das in the district of North 24 Parganas, South 24 Parganas, Hoogly, Howrah, Midnapore and Nadia. It is said that the Mahishya community is the legitimate child of the Kshatriya and they are born in the womb of the Baishya. The motherland of the Mahishya community lay just on the south part of the Vindhya range and it was a borderland of the Buddhist Madhyadesha or Middle Country. It is situated in the bank of the Narmada river. It is also said that there is a relation between the Kaibarta community and the Mahishya community. The subject of their birth is the same. But there was no evidence of the communication between the Kaibarta community and the Mahishya community in the reign of the Pala Dynasty. Then the Kaibarta community did not claim themselves as 'Mahishya'. After that this matter was also not mentioned in any treatise of the Sena rule. Thereafter there was emerged the demand of declaration of the Kaibarta community and the Mahishya community as same community. The demand was almost accepted by the society. But the Chashi Kaibarta was acceptable by the higher castes, like the Brahmins and the Jalik Kaibarta was unacceptable by the higher castes.

Discussion

বর্তমানকালে সম্প্রদায়গত বিষয়ে কোন আলোচনা সুধীজনের কাছে হয়তো খুব একটা গ্রহণীয় নয়। তবে অতীতের কোন কোন বিষয় আধুনিককালের ঐতিহাসিক, সমালোচক ও গবেষকদের ভাবনা-চিন্তার সুখকর খোরাক। মাহিষ্য সম্প্রদায়ের ইতিহাস সম্পর্কে অনেকেই হয়তো অবগত নন। যে সম্প্রদায় বা জাতির পূর্ব গৌরবের স্মৃতি থাকে, সেই স্মৃতির অনুশীলন তাদের মনে অত্মসম্মতির জন্ম দেয়। এই অত্মসম্মতির জন্ম হলে তারা তাদের পূর্ব গৌরব পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করেন। জার্মান বংশোদ্ভূত প্রখ্যাত ভারতবিশারদ, দার্শনিক এবং সমাজতত্ত্ববিদ ম্যাক্সমুলারকে অনুসরণ করে বলা যায়, যে জাতি নিজের প্রাচীন ইতিহাস ও সাহিত্যে গৌরব অনুভব না করে, সে জাতি তার জাতীয় জীবনের প্রধান অবলম্বন থেকে বিচ্যুত হয়। জার্মানি যখন রাজনৈতিক অবনতির গভীরে পড়েছিল, তখন সে নিজের অতীত সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিল এবং অতীত



সাহিত্যের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তার ভবিষ্যৎ জীবনের আশার বীজ অঙ্কুরিত করেছিল। আবার বিংশ শতকের প্রথম দশকে, ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ভারতের যে নিজস্ব গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতা ছিল, তা তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছিলেন জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ। তাই কোন সম্প্রদায় বা জাতির উন্নতির ক্ষেত্রে তার প্রাচীন গৌরবময় স্মৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। মাহিষ্য সম্প্রদায় বাংলার বিভিন্ন জায়গায় নানা দৈশিক ও শাস্ত্রিক নামে পরিচিত। পূর্ব বাংলার পরাশর দাস, হালিক দাস ও মাহিষ্য দাস নামে পরিচিত। আবার উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হুগলি, হাওড়া ও নদিয়া জেলায় চাষি দাস, হালিক দাস প্রভৃতি নামে পরিচিত। মাহিষ্য সম্প্রদায় ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভে উৎপত্তি। শুক্রাচার্য বলেছেন, কৃষিকাজ ও পশুপালন এদের প্রধান বৃত্তি।^১ এই প্রবন্ধে মাহিষ্য সম্প্রদায়ের উৎপত্তি অনুসন্ধানের চেষ্টা করবো। তাদের উৎপত্তির স্থান, বিস্তার এবং প্রাপ্ত সূত্রের আলোকে মাহিষ্য সম্প্রদায়ের আদিপর্বের কয়েকটি দিক দেখানোর চেষ্টা করব।

আর্যরা প্রথমে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বসবাস করত। পরবর্তীকালে তারা ক্রমশ ভারতের পূর্বদিক ও পশ্চিমদিকে বিস্তৃত হয়। উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসবাসকালে আর্যদের মধ্যে গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে চারটি বর্ণের উদ্ভব হয়েছিল। এগুলি হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তারপর থেকে এই চারটি বর্ণ ছাড়া অন্য সকল সম্প্রদায়গুলি এই চারটি বর্ণের সঙ্কর অথবা সঙ্করের সঙ্কর। *শ্রীমৎভাগবত গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যজন-যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ব্রাহ্মণের কর্ম ও ধর্ম; যুদ্ধাদি দ্বারা দেশরক্ষা করা, রাজ্য রক্ষা করা ও সমাজ রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের কাজ; কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি দ্বারা দেশের, সমাজের ও রাজ্যের ধনবৃদ্ধি, সুখবৃদ্ধি, শস্যরক্ষা করা ও প্রজাপুঞ্জের অভাব মোচন করা বৈশ্যের কর্ম এবং উপরোক্ত তিন বর্ণের সেবা করা শূদ্রের কর্ম। শাস্ত্রানুসারে নিজ নিজ বর্ণাশ্রম অনুযায়ী কর্ম করা প্রত্যেকের কর্তব্য। কিন্তু আপেক্ষিকভাবে, পীড়ায়, যুদ্ধকালীন সময়ে, ধর্মরক্ষার প্রয়োজনে প্রভৃতি পরিস্থিতিতে তারা বর্ণাশ্রম অতিরিক্ত কর্ম করলে অপরাধী হয় না।^২

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের বিবাহিতা সর্বগা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র নিজ নিজ পিতৃবর্ণ হবে। *মনুসংহিতা* এবং *নারদসংহিতা*-র বিধি অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সর্বগা ও সর্বগাতিরিক্ত স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করতে পারে। তাহলে এই দ্বিজাতিত্রয়ের অসর্বগাজাত পুত্র কখনো হীন হতে পারে না। ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্ষত্রিয়াতে, ক্ষত্রিয় কর্তৃক বৈশ্যাতে এবং বৈশ্য কর্তৃক শূদ্রাতে জাত সন্তান হীন মাতৃগর্ভ প্রযুক্ত মাতা থেকে শ্রেষ্ঠ জাতি হবে।

গৌতমসংহিতায় গৌতম বলেছেন, -

“ব্রাহ্মণ্য জীজনৎ পুত্রান বর্ণেভ্যঃ আনুপূর্বাৎ ব্রাহ্মণ-সূত-মাগধ-চন্ডালান।

তেভ্য এব ক্ষত্রিয়া মূদ্ধাবসিক্ত-ক্ষত্রিয়-ধীবর-পুঙ্কসান।।

তেভ্য এব বৈশ্যা ভূজ্যকণ্ঠ-মাহিষ্য-বৈশ্য-বৈদেহান।

তেভ্য এব পারশব-যবন-করণ-শূদ্রান শূদ্রাত্যেকে।।”^৩

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্রাহ্মণীর মিলনে উৎপন্ন সন্তান হবে ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণীর মিলনে উৎপন্ন সন্তান হবে সূত। বৈশ্যের সঙ্গে ব্রাহ্মণীর মিলনে উৎপন্ন সন্তান হবে মাগধ। আর শূদ্রের সঙ্গে ব্রাহ্মণীর মিলনে উৎপন্ন সন্তান হবে চন্ডাল। সেই রকম ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ার মিলনে উৎপন্ন সন্তান হবে মূদ্ধাবসিক্ত, ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়ার মিলনে উৎপন্ন সন্তান হবে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়ার মিলনে উৎপন্ন সন্তান হবে ধীবর, আর শূদ্র এবং ক্ষত্রিয়ার মিলনে উৎপন্ন সন্তান হবে পুঙ্কস। আবার ব্রাহ্মণের সঙ্গে বৈশ্যার মিলনে উৎপন্ন সন্তান ভূজ্যকণ্ঠ হবে, ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বৈশ্যার মিলনে উৎপন্ন সন্তান মাহিষ্য হবে, বৈশ্যের সঙ্গে বৈশ্যার মিলনে উৎপন্ন সন্তান বৈশ্য হবে এবং শূদ্রের সঙ্গে বৈশ্যার মিলনে উৎপন্ন সন্তান বৈদেহ হবে। সেই রকম ব্রাহ্মণের সঙ্গে শূদ্রানীর মিলনে উৎপন্ন সন্তান হবে পারশব, ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে শূদ্রানীর মিলনে উৎপন্ন সন্তান হবে যবন, বৈশ্যের সঙ্গে শূদ্রানীর মিলনে উৎপন্ন সন্তান হবে করণ এবং শূদ্রের সঙ্গে শূদ্রানীর মিলনে উৎপন্ন সন্তান হবে শূদ্র। তাই *গৌতমসংহিতার* বিধান অনুযায়ী ক্ষত্রিয় পুরুষের সঙ্গে বৈশ্য নারী তথা বৈশ্যার মিলনে উৎপন্ন সন্তান মাহিষ্য হবে।

আবার যাজ্ঞবল্ক বলেছেন, -

“বৈশ্যাশূদ্রাস্ত রাজনাৎ মাহিষ্যাথৌ সূতো স্মৃতৌ।”^৪



অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে শূদ্রার মিলনে উগ্র-এর জন্ম হয় এবং ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বৈশ্যার মিলনে মাহিষ্যের জন্ম হয়। তাই মাহিষ্যের জন্ম বিষয়ে গৌতমের মতো যাজ্ঞবল্ক্যও একই কথা বলেছেন।

সেই রকম বৃদ্ধহরীত বলেছেন, -

“রাজনাৎ বৈশ্যাশূদ্রোস্তু মাহিষ্যেণৌ সূতো স্মৃতৌ।”^৫

অর্থাৎ এখানেও একইভাবে বলা হয়েছে যে ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে শূদ্রার মিলনে উৎপন্ন সন্তান হয় উগ্র এবং ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বৈশ্যার মিলনে উৎপন্ন সন্তান হয় মাহিষ্য।

পরশুরাম বলেছেন, -

“ক্ষত্রিয়াৎ বৈশ্যকন্যায়াৎ মাহিষ্য স্য চ সম্ভবঃ।”

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বৈশ্যাকন্যার মিলনে মাহিষ্যের জন্ম হয়।

১৩১৯ বঙ্গাব্দে ‘মাহিষ্য-বান্দব’ পত্রিকায়^৬ শ্রী প্রমথ নাথ চক্রবর্তী লিখেছিলেন, -

“জাগনা জাগনা হে মাহিষ্যগণ,
 আর কত রবে ঘুমায়ে,
 ভুলনা ভুলনা স্বজাতি-মহিমা,
 থেকে না নয়ন মুদিয়ে।
 জন্ম আর্যবংশে ক্ষত্রিয়-বীর্যতে,
 মাহিষ্যের উৎপত্তি বৈশ্যার গর্ভেতে,
 বৈশ্য ধর্মাচারী কহে পুরাণেতে,
 পরিচয় দিও জানিয়ে।”

আবার ১৩১৯ বঙ্গাব্দেই ‘মাহিষ্য-সমাজ’ পত্রিকায় শ্রী বটকৃষ্ণ দাস মাহিষ্য সম্প্রদায় সম্পর্কে লিখেছিলেন, -

“গরিমা-কিরণ-রঞ্জিত যার কীর্তি-আলোক-পুঞ্জ,
 কত কবি-বান্দার-গুঞ্জিত যার কল্পনা-কানন-কুঞ্জ,
 কত রাজা মহারাজা জন্মিল যাহে কত সুধী অগ্রগণ্য,
 ক্ষত্রিয়-বৈশ্যা সম্ভূত যে জাতি সে জাতি আমার ধন্য!”^৭

কালী প্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ৪৮তম অধ্যায়ে লেখা আছে, “ক্ষত্রিয় কর্তৃক বিবাহিতা বৈশ্যার গর্ভে যাহারা সম্ভূত হয় তাহারা মাহিষ্য।” “মাহিষ্য” শব্দের বুৎপত্তি সম্পর্কে বলা যায়, ‘মহী’কে অর্থাৎ ভূমি তথা পৃথিবীকে লাঙল দ্বারা যে ব্যক্তি বিদারণ করেন, তিনি মহিষ অর্থাৎ কর্কক। আবার যিনি মহিষ, তিনিই মাহিষ্য, স্বার্থে ঘ এঃ। সুবন্ত পদ পূর্বে থাকলে অনুপসর্গক আকারান্ত ধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় হয়। মহী+সো+ক= মহীষ। বৈদেহী বন্ধুবৎ ঙ্গ-কারের হ্র স্বত্ব পরস্ স এখানে ষ হল। এইভাবে মহিষ পদ সিদ্ধ হয়। মহী+সো+ক = মহীষ। মহীষ+ঘ+এঃ = মাহিষ্য। মাহিষ্য অর্থে কৃষিজীবী জাতি বোঝায়।^৮

ক্ষত্রিয়ের ঔরষে শাস্ত্রবিধি সম্মত অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ পদ্ধতি অনুসারে পরিণীতা বৈশ্যার গর্ভজাত সন্তান মাহিষ্য। মাহিষ্য দ্বিজধর্মী। আবার মহামুনি ভৃগু (উশনাঃ) বলেছেন, - যে জাতি ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতা থেকে জন্মে সে জাতি বৈশ্য পেশা অবলম্বন করবে, বৈশ্য ধর্ম পাবে। তবে ক্ষত্রিয়ের অশৌচাদি গ্রহণ ধর্ম পাবে না।^৯



মাহিষ্য সম্প্রদায়ের উৎপত্তি স্থান হিসাবে নর্মদা নদীর তীরবর্তী এবং বিষ্ণু পর্বতের পাদদেশকে চিহ্নিত করা হয়। মাহিষ্যদের প্রাচীন কেন্দ্রভূমি নর্মদা নদীর তীরে ‘ওঙ্কার মাক্হাতা’ সম্বন্ধে মি. রাইস এবং মি. ফ্লিট রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে বিশদে আলোচনা করেছেন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই জার্নালে লেখা হয় যে, ‘ওঙ্কার মাক্হাতা’ মাহিষ্য মণ্ডল নামে পরিচিত ছিল। মাক্হাতা মধ্য ভারতের নিমার জেলার খাওয়া তহশীলের অন্তর্গত। এই অঞ্চল রাজপুতনা-মালব রেল লাইনের মারভালা স্টেশন থেকে সাত মাইল দূরে অবস্থিত। মাহিষ্য মণ্ডল বিষ্ণু পর্বত থেকে নর্মদা নদীর উত্তর তীর দিয়ে পশ্চিমাভিমুখে মহেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।^{১০}

মি. ফ্লিট বলেছেন যে, পালি ভাষায় লিখিত বহু পুস্তকে ‘মাহিষ্য মণ্ডল’ নামে একটি অঞ্চলের উল্লেখ আছে, যে অঞ্চলটি মধ্যদেশের সীমানায় ছিল, বলা হয়েছে। তিনি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় লিখেছেন, -

“The Mahishya-mandala of the Pali books may be safely identified as being the territory of which the capital was ‘Mahishmati’, the modern ‘Mandhata’. It lay just on the south of a part of the Vindhya range, and so (whether it was or was not in the dominions of Asoka) it was a borderland of the Buddhist Madhyadesha or Middle Country.”^{১১}

মহাভারতে আমরা যে মহিষ্মতী রাজ্যের উল্লেখ পাই, মি. ফ্লিট সেই মহিষ্মতীর রাজধানী মহিষ্মতী নগরীকেই মাহিষ্য মণ্ডলের রাজধানী বলে নির্দেশ করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে মহিষ্মতীর বর্তমান নাম ‘মাক্হাতা’। আবার স্বামী ধর্ম্যানন্দ মহাভারতী *সিদ্ধান্ত-সমুদ্র*তে লিখেছেন যে মাহিষ্য সম্প্রদায়ের জন্মস্থান হিসাবে মধ্য ভারতের অন্তর্গত ‘নিমার’ (‘Nimar’) জেলার যে ওঙ্কার দ্বীপের কথা বলা হয়েছে, সেই দ্বীপ ‘মাক্হাতা ওঙ্কার’ নামে খ্যাত। নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত এই দ্বীপে বিশ্বকর্মা পূজার মতো প্রতি বছর মহাসমারোহে মাহিষ্যেশ্বরের পূজা হয়। সেখানকার মানুষ ওঙ্কার দ্বীপকে মাহিষ্যের জন্মস্থান বলে পরিচয় দেয়। এছাড়াও ঐ দ্বীপের মানুষ কোন পত্রের শিরোনামে ‘মাহিষ্য শরণং’ কথাটি লেখে। ‘মাহিষ্য’ শব্দ উচ্চারণ করে তারা শপথ নেয়।^{১২}

মাহিষ্য-সমাজ-এ বলা হয়েছে,- পরবর্তীকালে নর্মদা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল ও বিষ্ণু পর্বতের পাদদেশ থেকে মাহিষ্যদের একটি শাখা সরযু নদীর তট ও গঙ্গা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অগ্রসর হয়ে মগধ ও বঙ্গদেশে বিস্তৃত হয়। মাহিষ্যদের অন্য একটি শাখা নর্মদা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল থেকে অন্ধ্র, কলিঙ্গ, উড়িষ্যা হয়ে বঙ্গদেশের মেদিনীপুর অঞ্চলে বিস্তৃত হয়।^{১৩}

আবার মাহিষ্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে কৈবর্তদের সম্পর্ক আছে বলা হয়। যেমন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে পরিণীতা বৈশ্যা ভার্যার গর্ভজাত সন্তানকে কৈবর্ত বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে,^{১৪}

“ক্ষত্রবীর্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত পরিকীর্তিতঃ।”

(ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, ব্রহ্মখন্ড, ১০/১১১।)

প্রায় একইভাবে চন্ডকৌশিকি বলেছেন,^{১৫}

“ক্ষত্র বিবাহিতা বৈশ্যা জনয়ত্যপত্যং শুভে।

খ্যাতঃ সপ্রসূধর্মেণ কৈবর্তাভিহিতাভুবি।”

অর্থাৎ হে শুভে ক্ষত্রিয়ের বিবাহিতা বৈশ্যাতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তারা এই পৃথিবীতে কৈবর্ত আখ্যাত হয়ে মাতৃধর্মে অভিহিত হয়েছে।

ব্যাসসূক্তও দেখিয়েছেন যে, -

“বিধিতো বৈশ্য কন্যায়াং ক্ষত্রিয়েন সমভূতাঃ।

কৈবর্তাখ্যাঃ ভবন্তিতে মাতৃধর্মনুসারিণঃ।।”

অর্থাৎ ক্ষত্র বিবাহিত বৈশ্যকন্যায় যে সকল পুত্র উৎপন্ন হয়েছে সে সমুদয়ের নাম কৈবর্ত। তারা মাতৃধর্ম অনুসারে চলবে।



তাই দেখা যাচ্ছে যে মাহিষ্য সম্প্রদায়ের উৎপত্তি যেভাবে হয়েছে, কৈবর্ত সম্প্রদায়ের উৎপত্তিও সেভাবেই হয়েছে। তাদের নামের পার্থক্য থাকলেও তাদের জন্মগত বিষয়টি একই ধরনের, তাদের পিতা ও মাতা একই বর্ণের। তবে বাংলায় পাল বংশের শাসনকালে কৈবর্তদের সঙ্গে মাহিষ্যদের যোগাযোগের কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। 'মাহিষ্য' বলে কৈবর্তদের পরিচয়ের কোন দাবিও নেই। পরবর্তীতে সেন বংশের শাসনকালেও কোন স্মৃতিগ্রন্থে এই বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই। লক্ষ্যণীয় গৌতম এবং যাজ্ঞবল্ক তাঁদের প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থে মাহিষ্যদের উদ্ভব সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কৈবর্তদের উদ্ভবের ব্যাখ্যা একইভাবে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে কৈবর্ত ও মাহিষ্যদের এক ও অভিন্ন বলার দাবি সমাজে প্রচলিত এবং স্বীকৃত হয়েছে।^{১৬}

আবার 'কৈবর্ত' নাম নিয়ে অনেক সময় জটিলতা দেখা যায়।^{১৭} একদিকে পাওয়া যায় কৈবর্ত সম্প্রদায়ের পিতা ক্ষত্রিয় এবং মাতা বৈশ্য। অন্যদিকে আবার পাওয়া যায় কৈবর্ত সম্প্রদায়ের পিতা নিষাদ (ব্রাহ্মণের ঔরষে শূদ্রার গর্ভজাত সন্তান) এবং মাতা অয়োগবী (পিতা শূদ্র ও মাতা বৈশ্য)। যে কৈবর্তদের পিতা ক্ষত্রিয় এবং মাতা বৈশ্য, তাদের পেশা কৃষি, বাণিজ্য ও লগ্নীকারবার। এই কৈবর্ত সম্প্রদায় চাষী কৈবর্ত ('হালিক') নামে পরিচিত। আর যে কৈবর্তদের পিতা নিষাদ এবং মাতা অয়োগবী, তারা নৌকর্মজীবী ('জালিক')। চাষী কৈবর্ত সম্প্রদায় ব্রাহ্মণাদি তথা উচ্চ হিন্দু সমাজে আচরণীয়, কিন্তু জালিক কৈবর্ত সম্প্রদায় অনাচরণীয়।^{১৮}

পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন,^{১৯} এই চাষী কৈবর্ত সম্প্রদায় পূর্বে অতি ক্ষমতা সম্পন্ন ও যুদ্ধপ্রিয় জাতি ছিল। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে গঙ্গা ও পদ্মা, পূর্বে যমুনা, পশ্চিমে বিহার- এই মধ্যবর্তী অঞ্চল বারেন্দ্র দেশ বলে গণ্য ছিল। এই অঞ্চল যে পরাক্রান্ত বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত ছিল, তারা চাষী কৈবর্ত (মাহিষ্য) নামে পরিচিত।

সেন্সাস সুপারিন্টেন্ডেন্ট ওমালী সাহেবের কাছ থেকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারির বিবরণ সরকারের হাতে আসে এবং ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জুলাই ৩৪৩৫ নং রেজুলেশনে তা মঞ্জুর হয়ে প্রচারিত হয়।^{২০} এই বিবরণের ১৩দফায় উল্লেখিত হয়েছে যে, বঙ্গের কতগুলি জাতি সেন্সাসে তাদের নতুন নতুন দাবি উত্থাপিত করেছিল। কিন্তু কেবলমাত্র 'চাষী কৈবর্ত' 'মাহিষ্য' বলে সেন্সাস রিপোর্টে অভিহিত হওয়ার অধিকার পেয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে ক্ষত্রিয়ের ঔরষে বৈশ্য ভাষার গর্ভে মাহিষ্য সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছে। এই সম্প্রদায় জীবিকা হিসাবে বৈশ্যবৃত্তি কৃষিকাজ, পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য গ্রহণ করেছে। মাহিষ্য সম্প্রদায়ের একাংশ ক্ষত্রিয়বৃত্তি যুদ্ধকেও জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে। সামাজিক সম্মানের দিক থেকে মাহিষ্য সম্প্রদায় ক্ষত্রিয়ের নিচে অবস্থান করে এবং বৈশ্যের উপরে অবস্থান করে। এই সম্প্রদায় একসময় বাংলায় বেশ প্রভাবশালী ছিল।

Reference:

১. রায়, বসন্ত কুমার, *মাহিষ্য বিবৃতি*, অবনী কুমার রায় কর্তৃক প্রকাশিত, ৮নং বাবুর বাজার, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩২২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২
২. মহাভারতী, শ্রী ধরম্মানন্দ, *মাহিষ্য-সিদ্ধান্ত*, কলকাতা, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭
৩. ভারতী, শ্রী সেবানন্দ (সম্পা.), *মাহিষ্য-সমাজ*, সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ.৩
৪. রায়, বসন্ত কুমার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬
৫. রায়, বসন্ত কুমার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭
৬. তত্ত্বনিধি, শ্রী মহেন্দ্রনাথ (সম্পা.), *মাহিষ্য-বাক্য*, প্রথম ভাগ, নবম সংখ্যা, পৌষ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, ডায়মন্ডহারবার, পৃ. ৩১৭
৭. ভারতী, শ্রী সেবানন্দ (সম্পা.), *মাহিষ্য-সমাজ*, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ.১৭
৮. মহাভারতী, শ্রী ধরম্মানন্দ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭
৯. রায়, বসন্ত কুমার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪
১০. ভারতী, শ্রী সেবানন্দ (সম্পা.), *মাহিষ্য-সমাজ*, ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ.৬৮



১১. ভারতী, শ্রী সেবানন্দ (সম্পা.), *মাহিষ্য-সমাজ*, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ.১৮
১২. মহাভারতী, স্বামী ধরম্মানন্দ, সিদ্ধান্ত-সমুদ্র, প্রথম খন্ড, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০৯
১৩. ভারতী, শ্রী সেবানন্দ, (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮
১৪. দাস, শ্রী অধরচন্দ্র, *মাহিষ্য কথা* (প্রথম খন্ড), সমাজবন্ধু কার্যালয়, কলকাতা, 2nd August, 1911, Bengal Library, Writers Building-এ বইটি নিয়ে আসা হয়েছিল, পৃ. ৫
১৫. দাস, শ্রী অধরচন্দ্র, তদেব, পৃ. ৫
১৬. রায়, নীহার রঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, কলকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫১
১৭. বাগচী, যতীন, *জাতি-ধর্ম ও সমাজ বিবর্তন*, সঞ্জীব প্রকাশন, কলকাতা, ড. আম্বেদকর ন্যাশনাল এওয়ার্ড প্রাপ্ত, ১৯৮৮ পৃ. ১১০
১৮. ভারতী, শ্রী সেবানন্দ (সম্পা.), *মাহিষ্য-সমাজ*, সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ.৪
১৯. রায়, বসন্ত কুমার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪।
২০. ভারতী, শ্রী সেবানন্দ (সম্পা.), *মাহিষ্য-সমাজ*, তৃতীয় ভাগ, সপ্তম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩২০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ১৪৫